দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 23 JAN 2008

পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ১৮

61 Report

### খরচ করে বিপাকে কর্তৃপক্ষ

# বরগুনায় সিডরে ক্ষতিগ্রস্ত ৯ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বরাদ্দ টাকা ফেরত চেয়েছে সরকার

মোঃ মোশাররফ হোসেন

ঘূর্ণিঝড় সিডরে ক্ষতিগ্রস্ত বেশ কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দেয়া আর্থিক সাহায্য ফেরত চেয়েছে সরকার। কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিষ্ঠানগুলো ইতোমধ্যে বরাদ্দের প্রায় সব টাকাই খরচ করেছে। সরকার টাকা ফেরত চাওয়ায় প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ বিপাকে পড়েছে। বরগুনা সদর উপজেলায় সিডরে ১০২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কমবেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এর মধ্যে সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত ৫১টি প্রতিষ্ঠান ২ লাখ ৫০ হাজার করে, বাকিগুলো ৫০ হাজার টাকা করে সরকারী বরাদ্দ পেয়েছে। অনেক ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিষ্ঠানের তালিকা বরগুনার উপসহকারী শিক্ষা প্রকৌশলীর মনঃপুত না হওয়ায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়নি। তাই তাদের নামে কোন বরাদ্দও আসেনি। যে ৫১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ২ লাখ ৫০ হাজার টাকা হারে বরাদ্দ পেয়েছে তাদেরকে গত ১৭ ডিসেম্বর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ১ লাখ টাকা করে চেক দিয়েছেন। প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্তৃপক্ষ টাকা পেয়ে ইতোমধ্যে কাজ করেছেন। এদিকে গত ২৯ ডিসেম্বর শিক্ষা অধিদপ্তর থেকে নির্বাহী প্রকৌশলী মোঃ সেলিমের স্বাক্ষরিত একটি চিঠি বরগুনা সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে পৌঁছে। চিঠিতে বলা হয়, ৫১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ৯টি প্রতিষ্ঠানের বরাদ্দ থেকে ২ লাখ টাকা করে কর্তন করা হয়েছে। আগামী ২৮ ফেব্রুয়ারীর মধ্যে ঐ ৯টি প্রতিষ্ঠান থেকে বরাদ্দ ফেরত আনার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ২ লাখ টাকা করে ফেরত চাওয়া প্রতিষ্ঠানগুলো হচ্ছে লাকুরতলা সোনার বাংলা মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ডালভাঙ্গা সি এম মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মনসাতলী লাকুরতলা বিদ্যালয়, আয়লা পাতাকাটা সোনার বাংলা বিদ্যালয়, রাখাইন পাড়া বিপিএফ নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, গাজী মাহমুদ দাখিল মাদ্রাসা, পূর্ব কেওড়াবুনিয়া দাখিল মাদ্রাসা, সোনাতলা দাখিল মাদ্রাসা, বৈকাঠী দাখিল মাদ্রাসা ও পশ্চিম হেউলিবুনিয়া দাখিল মাদ্রাসা। এ ব্যাপারে পূর্বকেওড়াবুনিয়া দাখিল মাদ্রাসার সুপার শাহাদাত হোসেন বলেন, ১৭ ডিসেম্বর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ১ লাখ টাকার চেক দিলেও বরাদ্দের সব টাকার কাজ তারা করে ফেলেছে। সরকার টাকা ফেরত চেয়েছে কিন্তু দেয়ার মতো কোন পথ তাদের নেই। এ ব্যাপারে ৯টি প্রতিষ্ঠানের প্রধান জেলা প্রশাসকের সাথে সাক্ষাত করেছেন। জেলা প্রশাসক মোঃ সাখাওয়াত হোসেন বিষয়টি বিবেচনার আশ্বাস দিয়েছেন। উপজেলা নির্বাহী অফিসার আনসারুজ্জামান বলেন, যেসব প্রতিষ্ঠানের বরাদ্দ ফেরত চাওয়া হয়েছে তাদের জন্য শিক্ষা অধিদপ্তরে তিনি লিখবেন যাতে ফেরত দিতে না হয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানগণ অভিযোগ করে বলেন, মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার ও উপসহকারী প্রকৌশলী ওকাব প্রতিষ্ঠানের বরাদ্দ কর্তনের সুপারিশ করেছেন। তবে শিক্ষা অফিসার মোঃ শহিদুল হক ও শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের উপসহকারী প্রকৌশলী নিজাম উদ্দিন অভিযোগ অস্বীকার করেন।